সন্দেহজনক ‘নোভেল করোনা ভাইরাস’ সংক্রমণে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

সূত্রঃ WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.1

অনুবাদ: ডা: রুমানা রশীদ, ডা: ফারিহা ফাইরুজ, ডা: আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ
E-mail: rumanadr1976@yahoo.com
***বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি), ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম -৪৩১৭**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সারস্ কোভাইরাস ও মারস্ কোভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আলোকে ইহা প্রণীত। এই নির্দেশিকা স্বাস্থ্য সেবাকর্মী, স্বাস্থ্য সেবা ম্যানেজার ও সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ দলের জন্য প্রণীত।

সন্দেহজনক এন কো-ভির স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলের নাতিমালা

১। দ্রুত সনাক্তকরণ ও উৎস নিয়ন্ত্রণ।
২। সব রোগীর জন্য মান সম্মত আদর্শ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগ।
৩। সন্দেহজনক রোগীর জন্য পরীক্ষামূলক অতিরিক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পাদন।
৪। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
৫। পরিবেশগত ও প্রকৌশলগত প্রতিরোধ।

১। দ্রুত সনাক্তকরণ ও উৎস নিয়ন্ত্রণ:

উৎস নিয়ন্ত্রণে দ্রুত (সন্দেহজনক) রোগী সনাক্তকরণ ও জরুরীভাবে অন্য রোগীর থেকে পৃথক করা প্রয়োজন। সন্দেহজনক রোগী দ্রুত সনাক্তকরণে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে/হাসপাতাল কি করবে?

- স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের (HCWs) উচু মানের ক্লিনিক্যাল সন্দেহ উৎসাহিত করা।
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নমালা প্রয়োগ করা।
- জনসমক্ষে সাইন বোর্ডের মাধ্যমে উপসর্গসহ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের সতর্ক করা।
- শ্বসন সংক্রান্ত হাইজিন/স্বাস্থ্য বিধি উৎসাহিত করা প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- সন্দেহজনক এন কো-ভি রোগীদের অন্য রোগী থেকে পৃথক জায়গায় রাখা এবং দ্রুত অতিরিক্ত সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমূহ বাস্তবায়ন করা (সংস্পর্শ ও ড্রপলেট)।

২। সব রোগীর জন্য মান সম্মত আদর্শ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগ

মানসম্মত/আদর্শ প্রতিরোধ সতর্কতার মধ্যে হাত ও শ্বসন সংক্রান্ত হাইজিন/স্বাস্থ্যবিধি; ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সজ্জা (PPE) ব্যবহার; সুঁইয়ের খোঁচা থেকে প্রতিরোধ; নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থা; পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা ও রোগীর যত্নে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও লিনেন জীবাণুমুক্ত করা অর্ন্তভূক্ত।

নিম্নলিখিত শ্বসন-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি সমূহ নিশ্চিত করা উচিৎ

- সন্দেহজনক এন কো-ভি রোগীকে সহ্য করতে পারলে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক সজ্জা (PPE) মেডিকেল মুখোশ (মাস্ক) প্রয়োগ করুন।
- কাঁশি বা হাঁচির সময় নাক-মুখ টিস্যু বা গুটানো কনুই দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- শ্বসন সংক্রান্ত রসের সংস্পর্শের পর স্বাস্থ্য বিধি সম্মতভাবে হাত ধুয়ে নিন।

ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক সজ্জা (PPE), যুক্তি সংক্রান্ত, সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রাপ্তি সাধ্য PPE ও যথাযথ হাত ধোয়া স্বাস্থ্যবিধি জীবাণু বিস্তার রোধে সহায়ক। PPE কার্যকারীতা নির্ভর করে এর পর্যাপ্ত পরিমান ও নিয়মিত সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর পর্যাপ্ত পরিমান প্রশিক্ষণ, যথাযথ হাত ধোয়ার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও বিশেষ করে মানুষের যথাযথ আচরনের উপর। পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা ও সংক্রামক জীবাণুনাশক ব্যবস্থা সংগতিপূর্ণ ও যথাযথভাবে নিশ্চিত করা।

এর জন্য পরিবেশগত বর্হিভাগ পৃষ্ট পুংখানুপুঙ্খ ভাবে পানি ও জীবাণুনাশক পরিস্কার বস্তু (সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড) ব্যবহার কার্যকর ও যতেষ্ট। একি রকমভাবে লন্ড্রি, খাবার সরবরাহের পাত্র, ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থা নিরাপদ ও নিয়মিতভাবে ব্যবস্থা করা উচিৎ।

৩। সন্দেহজনক রোগীর জন্য পরীক্ষামূলক অতিরিক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পাদন

- আদর্শ প্রতিরোধ সতর্কতা ছাড়াও পরিবারের সব সদস্য, ভিজিটর ও স্বাস্থ্য সেবাকর্মীসহ সবার সংস্পর্শ ও ড্রপলেট (Droplet) প্রতিরোধ সতর্কতা প্রয়োগ করা উচিৎ।
- রোগীকে পর্যাপ্ত অবাধ বিশুদ্ধ বায়ুসহ পৃথক একক কক্ষে রাখুন। সাধারণ ওয়ার্ডে যা ১৬০ লিটার/সেকেন্ড/রোগী প্রতি।
- একক কক্ষের ব্যবস্থা করা না গেলে সন্দেহজনক এন কো-ভি রোগীদের একসাথে রাখুন।
- রোগীদের বিছানার মাঝখানে ১ মিটার দুরত্ব থাকবে।
- অসাবধানতা বশত সংক্রমণ প্রতিরোধের ঘাটতি এড়ানোর জন্য ও সংক্রমণ ছড়ানো প্রতেরোধে সম্ভব হলে স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের কেবলমাত্র এন কো-ভি রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত করুন।
- মেডিকেল মাস্ক ব্যবহার।
- চোখ-মুখ সংরক্ষণ মূলক ব্যবস্থা- চশমা বা মুখের আবরণ।
- পরিস্কার, লম্বা হাতা তরল প্রতিরোধোক গাউন (জীবাণুমুক্ত না হলেও চলবে)।
- গ্লাভস্ ব্যবহার।
- একবার ব্যবহার উপযোগী বা পৃথক করা যন্ত্রপাতি ব্যবহার (ষ্টেথোস্কোপ, বিপি কাফ্ ও থার্মোমিটার)। অন্য রোগীর জন্য ব্যবহার করতে হলে পূর্বে পরিস্কার ও জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে (৭০% ইথাইল এলকোহল)।
- সম্ভাব্য সংক্রমিত হাত দিয়ে চোখ, নাক ও মুখ ধরা থেকে বিরত থাকুন।
- রোগীকে রুমের/ওয়ার্ডের বাইরে/মেডিকেল প্রয়োজন ছাড়া আনাগোনা ও পবিবহন থেকে বিরত থাকুন। মনোনীত সহজে বহনীয় এক্স-রে মেশিন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণয়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন। যদি রোগীকে পরিবহন করা একান্ত প্রয়োজন হয়, পুর্বেই নির্ধারিত গমন পথ ব্যবহার করুন। যাতে ষ্টাফ, অন্য রোগী ভিজিটর প্রভাবিত না হয়। রোগীকে মেডিকেল মাস্ক ব্যবহার করুন।
- স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী রোগী পবিবহনের সময় PPE ব্যবহার ও হাত ধোয়া স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করুন।
- রোগী প্রেরণের পূর্বে অভ্যর্থনা এলাকায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগাম ব্যবস্থা করুন।
- নিয়মিত রোগী সংর্স্পশ অংশে নিয়মিত পরিস্কার ও জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন।
- সন্দেহজনক এন কো-ভি রোগীর সংস্পর্শে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী, পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও ভিজিটর সংর্স্পশ সীমিত করুন।
- সব ষ্টাফ, ভিজিটর ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা রোগীর রুমে প্রবেশ করছেন তাদের রেকর্ড/তালিকা রাখুন।

কিছু অ্যারোসল তৈরী হয় এমন কর্যপদ্ধতির (Procedure) মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায় (ব্রঙ্কোস্ককপি, সিপিআর, কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা)।

নিশ্চিত করা প্রয়োজনঃ

- উন্নতমানের PPE
- চোখ রক্ষা
- গাউন/ গ্লাভস্
- কার্যপদ্ধতি যথাযথ বায়ু চলাচল সহ কক্ষ করা।
- কক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিই থাকবে যিনি রোগীর যত্ন নিবেন।
- নমুনা সংগ্রহে নিয়োজিত স্বাস্থ্য সেবা কর্মীর যথার্থ PPE ব্যবহার করা উচিৎ (NIOH-Certified N 95)।
- যারা নমুনা পরিবহন করবেন তাঁরা যেন নমুনা নাড়াচাড়ায় প্রশিক্ষণ পান।
- নমুনা পরিবহনের সময় নিশ্চিদ্র ব্যাগ (২য় স্তর) ও আলাদা সিল ও ব্যাগ (১ম স্তর) এবং পূরণকৃত ল্যাবরেটরী ফরম।
- সব হাসপাতাল ল্যাবরেটরী যথাযথ (Bio-safety) পদ্ধতি, জৈব সুরক্ষা অনুসরণ করা নিশ্চিত করুন।
- যতটুকু সম্ভব হাতে নমুনা পরিবহন করুন।
- ফরম: রোগীর পূর্ণ নাম, জন্ম তারিখ।
- আগেই পরীক্ষা ল্যাবরেটরীকে নমুনা পরিবহন করা হচ্ছে অবহিত করুন।

৪। **প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ**

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সুসংহত ব্যবস্থা ও কর্মকান্ড স্থাপন; স্বাস্থ্য সেবাকর্মীদের প্রশিক্ষণ, রোগী সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ; এআরআই বিশেষ করে সম্ভাব্য এন সিও ভি দ্রুত নির্ণয়, জীবাণু নির্ণয়ের জন্য দ্রুত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা, অতিমাত্রায় ভিড় পরিহার করা বিশেষ করে জরুরী বিভাগে; উপসর্গসহ রোগীদের অপেক্ষার স্থান ব্যবস্থা ও ভর্তি রোগীদের যথাযথ ভাবে রাখা (চিকিৎসা কর্মী ও রোগীর হার বিবেচনায় নিয়ে); নিয়মিত আনুসাঙ্গিক সরবরাহ ব্যবস্থা; সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা প্রণয়ন - স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সব দিক নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব থাকবে এআরআই সারভিলেন্স যাতে (এন সি ও ভি) ও চিকিৎসা নেওয়ার গুরুত্ব; স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের নিয়ম অনুসরণ করা তদারকী ও প্রয়োজনে উন্নতির পদ্ধতি।

৫। **পরিবেশগত ও প্রকৌশলগত প্রতিরোধ**

স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের/স্থাপনার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের সর্বত্র যথাযথ পরিবেশগত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, যথাযথ পরিবেশগত পরিস্কার রাখা। এক রোগী হতে অন্য রোগীর ১ মিটার দূরত্ব। এসব হাসপাতালে বিভিন্ন জীবাণু ছড়ানো কমাতে পারে।

এন সিও ভি সংক্রমণে কতক্ষণ সংস্পর্শে ও ড্রপলেট প্রতিরোধ ব্যবস্থা করবেন

আদর্শ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সব সময়ে প্রয়োগ করা উচিৎ, অতিরিক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমূহ যতক্ষণ রোগী উপসর্গ বিহীন না হয় ততক্ষণ চালু রাখা উচিৎ।

সন্দেহজনক এন সিও ভি রোগীর ল্যাবরেটরী নমুনা সংগ্রহ ও নাড়াচাড়া করা

ল্যাবরেটরী পরীক্ষার সব নমুনা মাধ্যমে সম্ভাব্য সংক্রমণ হতে পারে বিবেচনায় নিয়ে যারা নমুনা সংগ্রহ করবেন বা পরিবহন করবেন তাদের কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত যাতে জীবাণু সংস্পর্শ একেবারেই কমানো যায়।
সন্দেহজনক এন সিও ভি রোগীর অ্যারোসল তৈরী হয় এমন পদ্ধতির জন্য বায়ুবাহিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।